আজকের কাগজ

তারিখ ... 13 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

129

## শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে বক্তারা

# প্রয়োজন একটি অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি

**কাগজ প্রতিবেদক :** বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশিক আমলের ধারাবাহিক শিক্ষানীতি নয়, আমাদের প্রয়োজন একটি অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানভিত্তিক, গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি। এ লক্ষ্যে '৭২-এর সংবিধান ও কুদরত-ই- খোদার শিক্ষানীতির আলোকে একটি যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জাতীয় সংগঠন শিক্ষক সমিতির দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে গতকাল বক্তারা একথা বলেন। পুরোনো ঢাকার বাংলাবাজারের জুবলী স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংগঠন সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গতকালের অধিবেশনে শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। অসুস্থতার কারণে এতে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী যোগ দিতে পারেননি।

অধিবেশনে তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোঃ কামরুজ্জামান। সমাবেশে ডঃ শরফুদ্দীন বক্তারা বলেন, আমাদের শিক্ষা নামক জাতির মেরুদন্ডটি ক্রমেই ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা পদ্ধতি এখন গড্ডালিকা প্রবাহে ঘুরপাক খাচ্ছে। শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য পুস্তক নীতি এখনো অসাম্প্রদায়িক নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিকৃতভাবে নব প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গণকে কলুষিত করার জন্যে ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে অস্ত্র। দেশে কোনো শিক্ষানীতি নেই। প্রাথমিক শিক্ষায় ৫৬ শতাংশ ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ৬০ শতাংশ শিশু অর্থনৈতিক কারণে ঝরে পড়ে। যে ৮০ ভাগ শিশু গ্রামে থাকে, তাদের ৭৫ ভাগই অপুষ্টির শিকার। আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন বলেন, শিক্ষাখাতে যে পরিমাণ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হচ্ছে, গোপন খাতের মাধ্যমে বরাবরই সামরিক খাতে সবচে' বেশি পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার যে মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ, কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষার খরচ অনেক বেশি।

আমরা শুধু দাবি-দাওয়ার আন্দোলনই করছি না, আমরা শিক্ষকের চাকরির নিরাপত্তা, ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক অধিকার আদায়, সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্যে আন্দোলন করছি। কারণ শিক্ষা হলো জাতির সার্বিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি।

উল্লেখ্য, সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশের পর বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত ফেস্টুনসহ একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বিকেলে নগরীর বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে। আজ শুক্রবার দিনভর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট অডিট, বাজেট, প্রস্তাব ইত্যাদি অনুমোদন এবং নূতন কমিটি নির্বাচিত হবে। সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রী অরুণ চৌধুরী ও সম্পাদক শ্রী তুষার কান্তি পধান উপস্থিত ছিলেন।